শিশু কিশোর পত্রিকা

মাসিক

টইটম্বুর

বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস ও
মীনা দিবস সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০১৮

ক্রোড়পত্র

১৯৯২ থেকে নিয়মিত প্রকাশনার ২৭ বছর

১৯৯২ থেকে নিয়মিত প্রকাশনায় ২৭ বছর

সূচিপত্র

বিশ্ব শিশু অধিকার দিবস ও মীনা দিবস

বিশেষ রচনা

আমাদের শিশুদের অধিকার/ইকবাল কবীর মোহন। ৩
শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা হোক/আবছার উদ্দিন অলি। ৯

ছড়া কবিতা

ফিরবো না আর বাড়ি/রুমান হাফিজ। ৫
মেঘ বালিকা/আহসানুল হক। ৫
শিশুর আশা/নাজমুল হক চৌধুরী। ৫
শুভ কামনা/গোফরান উদ্দীন টিটু। ৬
কখন হবো, মা/সানজিত দে। ৮
আমি, বিকেল ও সাকিব/আখতারুল ইসলাম। ৮
টোকাই/মাহদী হাসান। ১১
বইয়ের পোকা/দীপালী ভট্টাচার্য। ১১

গল্পের ঝুলি

ময়নার নীল ফ্রক/মিতুল সাইফ। ৬

আমার দায়িত্ব আমার অধিকার

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে প্রয়োজন আইন ও সামাজিক সচেতনতা/ফারহা চৌধুরী। ১২
আমার নাম মীনা। ১০

যেতে নাহি দিব

টইটম্বুরকে যিনি রসে টইটম্বুর করে গেছেন/সবিহ্-উল আলম। ১৫
তিনি চলে গেলেন/আফরোজা ইয়াসমীন। ২২

স্মৃতি অম্লান

টইটম্বুরের জন্য মুহম্মদ জমিউল ইসলামের শেষ লেখা/না.স.ক.। ১৯

আলাপন

সন্তানসম ভালোবাসায় যিনি জড়িয়ে রাখেন টইটম্বুরকে!/নাওশেবা সবিহ্ কবিতা। ২০

তোমাদের স্মরি। ২৩

রঙবেরঙ

মার্কিনী দাদু স্যু এলেন টইটম্বুরে/হুবাব হাসান। ২৪
চ্যানেল আই প্রামাণ্য চিত্র 'রাজাধিরাজ রাজ্জাক'-এর ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার/শারারা তারান্নুম। ২৬

টইটম্বুর বই-বাজার। ২৫

প্রতিযোগিতা

প্রচ্ছদ প্রতিযোগিতা। ২৯ ● ভোঁ-চক্কর। ৩০
বলতে পারো?। ৫২ ● কাঠগড়া। ৫৬

গল্পের ঝুলি

ভূত/ডা. হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ৩৫
পিতার আর্তনাদ/কবির কাঞ্চন। ৪৯

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল

কী খাবে, কী খাবে না/জেবুন নেসা। ৩৮

দাঁতের সুরক্ষা

দাঁতের সুস্থতায় প্রয়োজন সঠিক পরিচর্যা/ডা. আওরঙ্গজেব আরু। ৪১

হাত বাড়িয়ে দাও

শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি প্রকল্প। ৪২

গল্পে গল্পে জ্ঞানের ভুবনে

মহররম ও আশুরার তাৎপর্য/মুনীরাতুল কুবরা। ৪৫

ছড়া-কবিতা

আশুরার ব্যথা/মনসুর জোয়ারদার। ৪৬

হারিয়েছি যাঁরে

স্মৃতির আয়নায় আমার প্রেরণাজন/মোমিন মেহেদী। ৪৭

সেই শুভক্ষণে

এই দিন বারবার ফিরে আসুক। ৫১

খেলা খেলা খেলা

সাফ ফুটবল অনুর্ধ্ব-১৫ মহিলা চ্যাম্পিয়নশীপ, ২০১৮/এ এম ব্রোহী। ৫৩
হরেক রকম খেলার খবর/ওয়াহিদ আল হাসান। ৫৪

কিচিরমিচির

আঁকাআঁকি

শারমিন আকতার। ৩২
সানজিদা আকতার সুমাইয়া। ৩২
যায়নাহ জান্নাত খান। ৩২
মোহাম্মদ আরাফাত ইসলাম। ৩২

লেখালেখি

রোদ্রের ছুটি/ফাইরুজ সাদিয়া। ৩৩
আমাদের স্কুল/জাওয়াদ সামাদ ঐশ্বর্য। ৩৩
হাবিব মামার বিয়েতে/নিলা আকতার ফাতেমা। ৩৪

CHUM

Writing

My Trip to Malaysia/Sheakh Arreeb Hoque | 31

আ|মা|র | দা|য়ি|ত্ব | আ|মা|র | অ|ধি|কা|র

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে প্রয়োজন আইন এবং সামাজিক সচেতনতা

শিশুরাই সমাজের ভবিষ্যৎ। একটি সমাজের শিশুরাই যদি সঠিক ভাবে বিকশিত না হয়, তবে সেই সমাজের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। নেলসন ম্যান্ডেলা বলেছিলেন 'শিশুদের প্রতি আচরণ থেকে একটি সমাজের আত্মার পরিচয় পাওয়া যায়।

ছোটবেলার বেড়ে ওঠার পরিবেশ একজন ব্যক্তির মানসিক গঠন তৈরি করে বলে মানসিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। শারীরিক বা মানসিক শাস্তির কারণে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, উদ্বেগ এবং নানা রকম সমস্যা দেখা দেয়। এতে অনেক সম্ভাবনাময় শিশুর প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। উপরন্তু সহিংস আচরণ, নিপীড়ন ও নানা ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর ৫১টি দেশে শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ। উন্নত দেশগুলোতে শিশু অধিকার নিয়ে যথাযথ আইন-নীতি থাকায় শিশুরা নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠে সমাজ উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

শিশু অধিকার সুরক্ষা এবং শিশুদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া বন্ধ করতে দীর্ঘদিন ধরে আইনি সংস্কার এবং সচেতনতামূলক কাজ করছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। গত ২০১০ সালে ব্লাস্ট এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর দায়ের করা জনস্বার্থ মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিলে এবং তাদের প্রতি নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অপমানজনক আচরণ করলে শিশু-শিক্ষার্থীদের জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার লংঘন করা হবে। এ আচরণ বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৫ (৫) অনুচ্ছেদে স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। পরবর্তীকালে দেওয়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য আদেশের মধ্যে রয়েছে-সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের কক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি বন্ধে মন্ত্রণালয়ের দেওয়া নির্দেশনাগুলো প্রদর্শন করা, সকল শিক্ষকের নিয়োগপত্রে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসন বিষয়ক তথ্যের অন্তর্ভুক্তি, এবং শ্রেষ্ঠ স্কুল নির্বাচনে **'শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিরসন'কে** একটি মানদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা প্রভৃতি।

শিশু আইন, ২০১৩ এর ৭০ ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি তার হেফাজতে, দায়িত্বে বা পরিচর্যায় থাকা কোনো শিশুকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত করে, তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তবে সবক্ষেত্রে এ আইনের প্রয়োগ এখনও তেমন দেখা যায় না। 'আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ - ১৯৮৯' এবং 'আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সনদ - ১৯৬৬'- তে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যে-কোনো শিশুর প্রতি নির্যাতন এবং অমানবিক ও অপমানকর আচরণ বন্ধে অঙ্গীকারবদ্ধ।

আইনের সংশোধন ও প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক মানসিকতা পাল্টানো জরুরি। অনেক শিশুই প্রতিনিয়ত ঘরে-বাইরে, বিদ্যালয় ও কর্মক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শাস্তির শিকার হচ্ছে। এটি বন্ধের জন্য ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন। পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে শিশুর প্রতি শারীরিক ও মানসিক শাস্তি নিষিদ্ধ করে অন্যান্য দেশের মতো নতুন আইন তৈরি করা প্রয়োজন। শাস্তি ও নির্যাতনের বদলে শিশুদের সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। অভিভাবক, শিক্ষক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী এবং গণমাধ্যমকর্মীসহ সবাই মিলে কাজ করলে এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

ফারহা চৌধুরী

Save the Children

BLAST